সংবাদ

তারিখ ... 7 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ২ ...

বাগেরহাটে স্কুল শিক্ষকদের রমরমা কোচিং বাণিজ্য!

প্রতিনিধি, বাগেরহাট

স্কুল শিক্ষকদের কোচিং ব্যবসায় বিধি-নিষেধ থাকলেও বাগেরহাটের অসাধু স্কুল শিক্ষকরা প্যাসের গ্যারান্টি দিয়ে এবং কর্মমুখী শিক্ষার ১৫০ মার্ককে জিম্মি করে রমরমা কোচিং বাণিজ্য করছেন বলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে অষ্টম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জিম্মি করে মোল্লাহাট উপজেলার ওয়াজেদ মেমোরিয়াল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ কোচিং বাণিজ্য হচ্ছে বলে এলাকাবাসী জানায়।

কর্মমুখী শিক্ষার ১৫০ নম্বরকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছেন শিক্ষকরা

ওই বিদ্যালয় সূত্র জানায়, ১ আগ থেকে বিদ্যালয়ের ৮ম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এ কোচিং শুরু করা হয়েছে। সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৮টা এবং সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত প্রায় ৩শ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিফট অনুযায়ী স্কুলের শিক্ষক'রা কোচিং করাবেন। শিক্ষকদের দ্বারা স্কুলে সন্তানদের ক্ষতি হতে পারে এই আশংকা করে একাধিক অভিভাবক নাম পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে বলেন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এসএম ফরিদ আহম্মেদ নিজেই বিদ্যালয়ে কোচিং চালু করেছেন। অষ্টম শ্রেণীর জন্য মাসিক ৮০০ টাকা ও দশম শ্রেণীর জন্য ১ হাজার টাকা করে কোচিং ক্লাস করাচ্ছেন। স্কুলের বেতন ভাতা, যাতায়াত, কাপড় নোট বই, গাইড বই ক্রয়সহ লেখাপড়ার জন্য সন্তানদের সকল চাহিদা পূরণ করে আবার কোচিং এর জন্য ৮০০/১০০০ টাকা দেয়া অনেক অভিভাবকের জন্য খুবই কষ্ট দায়ক বলে অনেকে হিমশিম খাচ্ছেন। এসএম ফরিদ আহম্মেদ পরীক্ষার কেন্দ্র সচিব আবার শিক্ষক নেতা তার কথামত কোচিং না করলে প্রাকটিক্যাল, শারীরিক, কারিগরিসহ কর্মমুখী শিক্ষার ১৫০ মার্ক পেতে জটিলতা হবে। এবং তারা পাস করার গ্যারান্টি দিচ্ছে। সব মিলিয়ে কষ্ট হলেও সন্তানদের ভাল লেখাপড়ার জন্য কোচিং করতে দিতে হচ্ছে। একইভাবে উপজেলার চরকুলিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও অষ্টম ও দশম শ্রেণীর জন্য কোচিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। যদিও এ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীর জন্য ৫০০ টাকা ও দশম শ্রেণীর জন্য ৮০০ টাকা করে মাসিক নেয়া হচ্ছে। মোল্লাহাট ওয়াজেদ মেমোয়িাল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এসএম ফরিদ আহম্মেদ বলেন, আমার স্কুলে কোচিং নিয়ে যারা বিরূপ মন্তব্য করছে তারা কোচিং প্রতিষ্ঠান করে ব্যবসাকারীদের পক্ষে অবস্থান। বাইরের কোচিং ব্যবসায়ীদের হাত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার মান বাড়াতে বিদ্যালয়েই কোচিং ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা দরিদ্র এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল তাদেরকে বিনা পয়সায় কোচিং করানো হবে বলেও তিনি জানান।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........................
তারিখ.........................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ই.এম.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ	

কার্যার্থে/অবগত্যর্থে

স্বাক্ষর